স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে দুটি মুসলমান প্রধান জেলায় (মালদা-মুর্শিদাবাদ) সংখ্যাগুরু-উদ্বাস্তু সহাবস্থান, ১৯৪৭-৭১।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইতিহাস বিভাগের অধীনে ডক্টরেট (Ph.D) উপাধির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভের **সারাংশ**

গবেষক: মোঃ নাসির আহমেদ

পি. এইচ. ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ A00HI0400819

রেজিস্ট্রেশনের তারিখঃ ২১/০৮/২০১৯

তত্ত্বাবধায়কঃ ড. উৎসা রায়

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০০৩২

২০২৫

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে দুটি মুসলমান প্রধান জেলায় (মালদা-মুর্শিদাবাদ) সংখ্যাগুরু-উদ্বাস্তু সহাবস্থান, ১৯৪৭-৭১।

স্বাধীনতা-উত্তর মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় সংখ্যাগুরু-উদ্বাস্তু সহাবস্থান নিয়ে আলোচনার পূর্বে 'সংখ্যাগুরু-উদ্বাস্তু সহাবস্থান' পরিভাষাটির ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ এর উৎপত্তি ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। দেশভাগের মাধ্যমে জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া এই পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করলে দেখা যায়; ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে কোনো দেশ দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হয়ে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। যার ফলে; সেই সকল প্রতিটি দেশে বিভাজনের কারণের উপর ভিত্তি করে উপরোক্ত ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি বা সংস্কৃতিগত বিভিন্নতায় একদল মানুষ সংখ্যাগুরু ও একদল মানুষ সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে। এই দেশভাগের ফলস্বরূপ শুরু হয় অভিবাসন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা কখনো অত্যাচারিত হয়ে, কখনো বা অত্যাচারিত হওয়ার ভয়ে, আবার কখনো স্বেচ্ছায় তাত্ত্বিকভাবে তাদের জন্য নির্ধারিত দেশে নাগরিক হয়ে বসবাস করার জন্য তাদের বর্তমান দেশ ত্যাগ করছে। যারা এই অভিবাসন করছে তাদের স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কখনো 'অভিবাসী' কখনো 'বাস্তুচ্যুত' কখনো 'বিস্থাপিত' কখনো বা 'উদ্বাস্তু' নামে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে।

অভিবাসীরা তাদের জন্য নির্ধারিত যে তাত্ত্বিক দেশে অভিবাসন করছে সেই দেশে তাদের স্বধর্মী, স্বজাতি, বা সমসংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষেরা সংখ্যাগুরু। তারা সেই দেশে গিয়ে সেই সংখ্যাগুরুদের মধ্যে নিজেদের পুনঃস্থাপন করার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই নিশ্চিন্ততা বা নির্ভরতা খুঁজে পান। কিন্তু তাদের গন্তব্য দেশে বসবাসকারী আদিনিবাসীদের সঙ্গে তাদের একটা পার্থক্য থেকে যায়, কারণ তারা সীমানার ভুল প্রান্তে থেকে যাওয়ায় ভিনদেশী, তারা অধিবাসী নন, অভিবাসী। এই 'অভিবাসী' থেকে 'নাগরিকে' পরিণত হওয়ার যাত্রাপথটুকু আবার স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বহন করে। কালক্রমে অভিবাসীরা তাদের গন্তব্য দেশের অধিবাসীদের (সংখ্যাগুরু) সঙ্গে মিলেমিশে গেলেও সেই দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, যারা দেশত্যাগ করেনি তাদের সঙ্গে এই অভিবাসীদের সম্পর্কের সমীকরণ একটু ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়; এই ভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি বা সংস্কৃতির সংখ্যালঘুদের কারণে তাদের পূর্ব ঠিকানা ত্যাগ করে চলে আসতে হয়েছে, তা হতে পারে কোনো প্রত্যক্ষ দৈহিক আক্রমন, নিরাপত্তাহীনতা, মানসিক অস্বস্তি বা নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের জায়গা থেকে। কাজেই, পৃথিবীর বুকে যেখানেই দেশভাগ বা জাতিরাষ্ট্র গঠনের ঘটনা ঘটে সেখানে ফলশ্রুতি হিসেবে অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রচুর উদ্বাস্তুর আবির্ভাব ঘটে; যার থেকে জন্ম নেয় উদ্বাস্তু সমস্যা। অনিবার্য কারণেই নবগঠিত সেই সকল রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু-উদ্বাস্তু বা সংখ্যালঘু-অভিবাসী সম্পর্কের সমীকরণ সমাজবিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ এটি কোনো সরল সম্পর্ক নয় বরং জটিল পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় এটি তার স্বরূপ নির্ধারণ করে।

দেশ বিভাজনের ঘটনায় সব সময় যে সকল শর্ত পূরণ হবে এমনটা সব ক্ষেত্রে নাও হতে পারে। দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণকারী অন্যান্য সত্ত্বাগুলি যখন দেশভাগের শর্তগুলি দ্বারা উল্লঙ্ঘিত হয় তখন দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রক সকল উপাদান বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার হয়ে ওঠে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বিভাজনের শর্তগুলোর সঙ্গে আপোস করেই অগ্রসর হতে হয়। এমনই একটি উদাহরণ হল পশ্চিমবঙ্গের মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা। কলকাতা-নির্ভর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে কলকাতা বন্দর তথা শহরকে পুষ্টকারী গঙ্গা নদীর ওপর মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলার নিয়ন্ত্রণ দখলে রাখতে দেশ ভাগের পূর্বে ভারতের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে নেতৃত্বদানকারী সকল রাজনৈতিক দলগুলি সমবেতভাবে মুসলিম প্রধান হওয়া সত্ত্বেও এই দুই জেলার ভারত ভুক্তি দাবি করেছিল এবং তা যে কোনো কিছুর বিনিময়ে। ফলস্বরূপ স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের দুটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হিসেবে মালদা ও মুর্শিদাবাদ আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, নদীয়া, দিনাজপুর জেলাগুলিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও ভারত তথা বাংলা ভাগের সঙ্গে সঙ্গে মালদাসহ ওই জেলাগুলিও ভাগ করা হয়। দেশভাগ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিভিন্ন দাঙ্গায় সেখানকার মুসলিম জনসমষ্টির একটা বিরাট অংশ দেশত্যাগ করে পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যান। ফলে নদিয়া বা দিনাজপুর জেলাগুলিতে আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে না। কিন্তু মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি। এই দুই জেলায় বসবাসকারী মুসলিম জনসমষ্টির সিংহভাগের আর্থিক অসচ্ছলতা, মুসলিম জনসমষ্টির সংখ্যাধিক্য, অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় সাম্প্রদায়িক স্থিতিশীলতা ও অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় যেমন নবাব ওয়াসিম আলী মির্জা, রেজাউল করিম ও সৈয়দ বদরুদ্দোজার মত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের জেলার মুসলিম জনসমষ্টিকে দেশত্যাগ না করার আবেদন ইত্যাদি তাদের দেশত্যাগ থেকে বিরত রাখে। ফলে এই দুই জেলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা বহাল থেকে যায়। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায়, পূর্ববঙ্গের হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুদের আগমনে, উদ্বাস্তু ইতিহাস চর্চায় সাধারণ চরিত্রটির পরিবর্তন ঘটে। যার পরিণতিতে এতদিন 'সংখ্যালঘু-অভিবাসী সম্পর্ক' পরিভাষাটি দ্বারা সমাজবিজ্ঞানীরা যা বোঝাতেন মালদা ও মুর্শিদাবাদ এই দুই জেলার ক্ষেত্রে সেই একই সম্পর্কের অনুধাবন করতে গেলে পরিভাষাটিকে 'সংখ্যাগুরু-অভিবাসী সম্পর্ক' এই নামে বদলে নিতে হয়। অর্থাৎ এই দুই জেলায় উদ্বাস্তু আগমন এমন একটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যা উদ্বাস্তু ইতিহাস চর্চায় নতুন এক পরিভাষার জন্ম দেয়।

পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের নিয়ে গবেষণা, আলোচনা লেখালেখি নেহাত কম নয়; কিন্তু যে কারণে এই উদ্বাস্তু বিষয়ক সকল আলোচনার সূত্রপাত, সেই দেশভাগের কারণ অনুসন্ধান করলে দ্বিজাতি তত্ত্বের শিকড়ে গিয়ে ঠেকতে হয়। সেই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে হওয়া দেশভাগ; তার অভিষ্ট পূরণের ক্ষেত্রে, তৎকালীন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা মালদা ও মুর্শিদাবাদের ভারত ভুক্তিতে স্ববিরোধিতার দোষে দুষ্ট। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু আলোচনার ক্ষেত্রে এই দুটি জেলা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী চরিত্রের অধিকারী। যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রথম যে প্রশ্নের অবতারণা হতে পারে তা হল এই দুই জেলার ভারত ভুক্তি। দ্বিতীয়ত: যে ধর্মীয় বিভাজন নবগঠিত এই দুই

দেশে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু বিকেন্দ্রীকরণ সৃষ্টি করেছিল এবং যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বুকে উদ্বাস্তু সমস্যা এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছিল; পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের একটা অংশের মালদা মুর্শিদাবাদ জেলা দুটিকে তাদের আবাসস্থল হিসেবে বেছে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে পুনরায় সেই ধর্মীয় অনুষঙ্গ ফিরে আসে। যে দ্বিজাতি তত্ত্বের কারণে দেশভাগ, উদ্বাসন, অভিবাসন ও উদ্বাস্তু সমস্যার মত বিষয়গুলি উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে নতুন করে ইতিহাস চর্চার পরিসর তৈরি করে সেই দ্বিজাতি তত্ত্বের আলোচনার মাঝে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মুসলিম-প্রধান মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আশ্রয় নেওয়া বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ও কৌতুহল উদ্দীপক ঘটনা; অথচ দেশভাগ পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে সামগ্রিকভাবে ও বিভিন্ন জেলাভিত্তিক উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনা, গবেষণা বা লেখালেখি যেভাবে চোখে পড়ে তাদের মাঝে এমন একটি বিষয় বহুকাল অনালোকিত বা স্বল্পালোকিত থেকে যায়; যা এই সন্দর্ভের সূতিকাগার।

বর্তমান গবেষণার মূল উপজীব্য হল পশ্চিমবঙ্গে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ। বর্তমান গবেষণার কিছু কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ও সেই সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কিছু প্রশ্ন হল, প্রথমত: যে ধর্মীয় বিভিন্নতা ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের কারণে এই দেশভাগের অবতারণা ও তার ফলশ্রুতিতে উদ্বাস্তু সমস্যার জন্ম, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আশ্রয়গ্রহণকারী উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে তা কতটা প্রাসঙ্গিক ও কার্যকরী ছিল? কারণ তারা পূর্ববঙ্গেও যেমন সংখ্যালঘু ছিল, মুসলিম-প্রধান মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে এসেও তারা ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সেই সংখ্যালঘুই থেকে গেল। এক্ষেত্রে তাদের সংখ্যালঘু সংকটের উত্তরণ ও সমস্যার সমাধান কতখানি হয়েছিল? তাদের অবস্থানের পরিবর্তন তাদের অবস্থার পরিবর্তনে কতটা সাহায্য করেছিল? দ্বিতীয়ত: সমকালীন বিশ্বের দেশভাগ ও দেশভাগের ফলে উদ্ভুত উদ্বাস্তু সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনায় 'Minority-Migrant group integration' (সংখ্যালঘু-অভিবাসী সম্পর্ক) একটি বহুলালোচিত বিষয়। কিন্তু এই বিশেষ দুই জেলার ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘুর পারস্পারিক অবস্থান বিনিময়ের কারণে উক্ত পরিভাষার পরিবর্তে 'Majority-Migrant group integration' (সংখ্যাগুরু-অভিবাসী সম্পর্ক) নামক এই নতুন পরিভাষা উঠে আসছে, যা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী ঘটনা। অর্থাৎ এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে সংখ্যাগুরু ও অভিবাসী সমন্বয় কেমন ছিল তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার অবকাশ থেকে যায়। তৃতীয়তঃ দেশভাগ পরবর্তী ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কলক্রমে কংগ্রেসের অধঃগমন ও পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের হাত ধরে বঙ্গীয় রাজনীতিতে বামপন্থী দলগুলির ভীত শক্ত হয় ও প্রসার লাভ করে। ১৯৭৭-এ ঘটে ক্ষমতার পালাবদল। প্রায় সমগ্র বাংলা জুড়ে যেখানে বামপন্থী রাজনীতির উত্থান ঘটে সেখানে এই দুই জেলার রাজনীতিতে বামপন্থী দলগুলি বহুদিন তেমনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বরং এই জেলা দুটিকে দীর্ঘদিন যাবৎ কংগ্রেসের একাধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ কি? এছাড়াও এই দুই জেলার উদ্বাস্তু আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন হল মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার ভারতভুক্তি, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের একাংশের এই দুই জেলাকে বেছে নেওয়ার

কারণ, এই দুই জেলার স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে তাদের সামাজিক মেলামেশা ও সামাজিক আত্তীকরণ পথটি কেমন ছিল, এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন, তাদের সংগ্রাম, সমস্যা, জীবিকা ও জীবনযাত্রা।

উপরোক্ত বিষয়গুলো মাথায় রেখে পরিচালিত বর্তমান গবেষণার সন্দর্ভটির অধ্যায়করণ নিম্নরূপ,- প্রথমে **'ভূমিকা'**য় সমগ্র সন্দর্ভের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ, সাহিত্যের পুনরাবলোকন, গবেষণার প্রেক্ষাপট, মূল প্রশ্ন, গবেষণা পদ্ধতি ও উপাদান, গবেষণা ক্ষেত্র অর্থাৎ ভৌগোলিক অবস্থান, গবেষণার সময়কাল, সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা, গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায় বিভাজন ও বিভিন্ন অধ্যায়ে বিবৃত বিষয়সমূহের সঙ্গে পরিচিতি স্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায় **"দেশভাগ: প্রস্তুতি ও পরিণতিতে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা"**-এ মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ভারতীয় ডোমিনিয়নে অন্তর্ভুক্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। দেশ তথা বাংলা ভাগের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাংলা বিভাজনের জন্য সীমানা কমিশন গঠন, সর্বোপরি বাংলার প্রতিটি অংশের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দেশভাগ পূর্ববর্তী সময়ে ভারতে নেতৃত্বদানকারী প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিভিন্ন তর্ক, বিতর্ক, যুক্তি, পাল্টা যুক্তির যে তরজা চলেছিল তা এই অধ্যায়ের বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন মানচিত্রের মাধ্যমে সেই সমস্ত দলগুলির দাবিকৃত অঞ্চল এবং সীমানা কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হয়েছে। অধ্যায়ের শেষ অংশে মালদা মুর্শিদাবাদ জেলার উপর এই দেশভাগের আশু প্রভাব কি ছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। **"উদ্বাসন, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন ও সরকারি মনোভাব: একটি প্রেক্ষাপট"** শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়টি এই গবেষণার মূল ক্ষেত্র এবং মূল প্রশ্নগুলোতে উপনীত হওয়ার প্রাককালে পটভূমি রচনা করেছে। গবেষণার মুখ্য বিষয়বস্তু যেহেতু উদ্বাস্তু তাই মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে এই অধ্যায়ের আলোচনা সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের বুকে উদ্বাস্তু আগমন ও উদ্বাস্তু সংক্রান্ত নানা সমস্যাকে তুলে ধরবে। বিভিন্ন কালপর্বের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পটভূমিসহ পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে সামগ্রিকভাবে পর্যায়ক্রমিক উদ্বাস্তু আগমনের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। আগত উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের ঘটনা ও কারণগুলি তুলে ধরা হয়েছে। কোন কোন বিষয়গুলি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দেশ থেকে বাধ্য করেছে মূলত তা নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষের একটি প্রান্তিক দ্বিখন্ডিত অঙ্গরাজ্যে চ্যালেঞ্জস্বরূপ উদ্বাস্তু আগমনের একের পর এক ঢেউ রাজ্যটিকে কি কি নতুন সমস্যার মুখে দাঁড় করিয়েছিল এবং সেই পরিস্থিতিতে নিঃস্ব, রিক্ত, গৃহত্যাগী লক্ষ লক্ষ সর্বহারা মানুষগুলোর প্রতি তৎকালীন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের জন্য এই দুই সরকারের দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন নীতি, প্রতিক্রিয়া কি ছিল তা আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের সামগ্রিক আলোচনা থেকে মুখ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে সার্বিক একটি ধারণা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচিত বর্তমান গবেষণার নির্বাচিত ক্ষেত্রে উক্ত মুখ্য বিষয়ের পর্যালোচনায় সাহায্য করবে। তৃতীয় অধ্যায় **"উদ্বাসন, মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমন, ও তাদের জীবন সংগ্রাম"**-এ বর্তমান গবেষণার নির্বাচিত ক্ষেত্র মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের কারণ, তাদের দেশত্যাগে বাধ্যকারী বিভিন্ন বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে।

পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে চলে আসার কারণের ভিত্তিতে উদ্বাস্তুদের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। এর পাশাপাশি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা দুটিকে আবাসস্থল হিসেবে বেছে নেওয়ার পেছনে কি কি কারণ ছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন দশকে এই দুই জেলায় উদ্বাস্তু আগমন পরিসংখ্যানসহ তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের গৃহত্যাগের দিন থেকে শুরু করে পুনরায় মাথার ওপর ছাদ পাওয়া পর্যন্ত 'প্রান্তিক মানব-মানবী'র জীবন যাপনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে তাদের জীবনের সেই সংকটসংকুল ও সংগ্রামপূর্ণ অধ্যায়ের কথা উঠে এসেছে। চতুর্থ অধ্যায় **"মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পূনর্বাসন"**-এ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিষেবা এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এর পাশাপাশি এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুরা জেলা দুটির কোথায় কোথায় আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন, বসতি স্থাপন করেছিলেন, কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন তা তুলে ধরা হয়েছে। তাদের জীবনধারণের ধরন কেমন ছিল, বিভিন্ন পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা ও সামর্থ্য অনুসারে রুচি, পছন্দ সুযোগ ও সমস্যা, যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলি বিভিন্ন পরিসংখ্যানের সাপেক্ষে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গ থেকে মালদা, মুর্শিদাবাদ এই দুই জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের ফলে জেলা দুটির অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভাষা-শিক্ষা-সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিসরে কি প্রভাব পড়েছে তা পঞ্চম অধ্যায় **"মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের প্রভাব"**-এ তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে, বর্তমান গবেষণার পর্যবেক্ষণ, ও নব উন্মোচিত প্রাপ্তিগুলি **'উপসংহার'** রূপে আধৃত রয়েছে।

বস্তুত বর্তমান গবেষণায় গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় প্রকার গবেষণার ধর্মগুলি বিদ্যমান হওয়ায়, পদ্ধতি বিদ্যার ব্যাপ্তি বা প্রসার তদানুরূপ। বর্তমান গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রশ্নগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য অনুসন্ধান ও আহরণের ক্ষেত্রটি সুবিস্তৃত ও বহুমুখী। গবেষণার পরিমাণবাচক বিশেষ দিকটির জন্য যেমন বিভিন্ন দশকে প্রকাশিত দেশ, রাজ্য এমনকি নির্বাচিত জেলা দুটির পৃথক পৃথক আদমশুমারি, জেলা হ্যান্ডবুক, জেলা গেজেটিআর, স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভে কর্তৃক প্রকাশিত উদ্বাস্তু সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট, বিভিন্ন ইলেকশন রেকর্ড ও ডাইরেক্টরি ইত্যাদি যেমন প্রয়োজন হয়েছে; তেমনি উদ্বাস্তুদের ত্রাণ এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা, পদক্ষেপ, পরিকল্পনা, পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, সীমাবদ্ধতা, সমস্যা, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের 'উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রক' কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট, ম্যানুয়াল, বিভিন্ন এস্টিমেট কমিটি, লোকসভা বিতর্ক, চিঠিপত্র ইত্যাদি এই সন্দর্ভের রসদ জুগিয়েছে। গবেষণার গুণগত দিকটির উন্মোচনে যা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে তা হল; যাদের জীবনে এই ঘটনাগুলি ঘটেছে তাদের সাক্ষাৎকার। এর জন্য মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনিতে বসবাসকারী উদ্বাস্তু পরিবারগুলি চিহ্নিতকরণ, তাদের কাছে পৌঁছোনো এবং সরাসরি তাদের মুখ থেকে তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ সংগ্রহের এক সুদীর্ঘ, আয়াসসাধ্য পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। এই মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ এবং লিপিবদ্ধ করার কাজে সাক্ষাৎকার দানকারী মানুষদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক স্তর, বর্ণ,

পেশা, শ্রেণি, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাদের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বহনকারী দেশান্তরী মানুষদের সন্ধান পাওয়া যায়নি, তাদের ক্ষেত্রে তাদের উত্তর প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এই সকল মানুষের বক্তব্যের সমর্থনে এবং সঠিক দিকনির্দেশনায় তৎকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্র, পত্রিকা, মহাফেজখানার দলিলস-দস্তাবেজ, নথিপত্র, ফাইলসমূহ ইত্যাদি বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বর্তমান গবেষণার নির্বাচিত ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু আগমন ও সমস্যাগুলিকে ভালোভাবে বোঝার জন্য ও তুলনামূলক আলোচনার অগ্রসরে ভারত, পাঞ্জাব ও বাংলার বিভাজন ও উদ্বাস্তু সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা পত্র, গবেষণাধর্মী গ্রন্থ, সমকালীন ও পরবর্তীকালীন দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সংক্রান্ত সাহিত্য, আত্মজীবনী ও জীবনমূলক গ্রন্থ, স্মৃতিকথা, আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন আঞ্চলিক পুস্তক-পুস্তিকা, পত্রিকা, ক্রোড়পত্র, সাময়িকী, গবেষণামূলক গ্রন্থ, প্রতিবেদন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেশভাগের প্রেক্ষাপট ও আশু পরিণতি অনুধাবনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিভিন্ন প্রসিডিংস, ঐতিহাসিকদের একাউন্ট, ইংরেজ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা সম্বলিত বিবরণ ইত্যাদির ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, আর্কাইভ, জাতীয় ডিজিটাল গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সর্বোপরি আন্তর্জালিক সুবিস্তৃত তথ্য ভান্ডার সমস্ত কিছুই পদ্ধতি বিদ্যার অঙ্গ হয়ে বর্তমান গবেষণাকে সাকার করতে সাহায্য করেছে।

Signature of the Supervisor

Signature of the Candidate